দৈনিক
কিলাব

তারিখ ... 10 JAN 2013 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৬ ...

এক লাখ ৪ হাজার প্রাথমিক শিক্ষকের চাকরি জাতীয়করণ

□ স্টাফ রিপোর্টার

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঘোষণার মাধ্যমে জাতীয়করণ হলো ২৬ হাজার ২শ' প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এক লাখ চার হাজার বেসরকারি শিক্ষকের চাকরি। এর মাধ্যমে শিক্ষকদের দীর্ঘ দুই দশকের আন্দোলনের অবসান হলো। গতকাল (বুধবার) জাতীয় প্যারেড স্কয়ারে বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষকদের এক মহাসমাবেশে প্রধানমন্ত্রী জাতীয়করণের ঘোষণা দেন।

শিক্ষক মহাসমাবেশে প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা

শিক্ষকদের মহাসমাবেশে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ত্রিনটি ধাপে দেশের সকল বেসরকারি, রেজিস্টার্ড ও নন-রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়কে জাতীয়করণ করা হবে। এখন থেকে আর যত্রতত্র স্কুল গড়ে তুলতে হবে না। প্রাথমিক বিদ্যালয় সরকারিভাবে হবে। কোথায় প্রাথমিক বিদ্যালয় হবে তা আমরা দেখব। যেগুলো বেসরকারি আছে, সেগুলো থাকবে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, প্রথম পর্যায়ে চলতি বছরের ১ জানুয়ারি থেকে সকল এমপিওভুক্ত বিদ্যালয় জাতীয়করণের আওতায় পড়বে এবং সকল নন-এমপিও রেজিস্টার্ড ও নন-রেজিস্টার্ড বিদ্যালয় আগামী ১ জুলাই থেকে জাতীয়করণ করা হবে।

এছাড়া প্রয়োজনীয় যাচাই-বাছাইয়ের পর ২০১৪ সালে ১ জানুয়ারি নাগাদ অন্যান্য বিদ্যালয়ও জাতীয়করণ করা হবে। শেখ হাসিনা বলেন, আপনারা চেয়েছিলেন শুধু রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জাতীয়করণ। আমরা যে শুধু এমপিওভুক্ত রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সরকারিকরণ করছি তা নয়, আমরা স্থায়ী নিবন্ধনপ্রাপ্ত বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, অস্থায়ী নিবন্ধনপ্রাপ্ত বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, পাঠদানের অনুমতিপ্রাপ্ত বেসরকারি

পৃঃ ৫ ক ঃ ২

এক লাখ ৪ হাজার প্রাথমিক

১৬-এর পৃষ্ঠার পর

প্রাথমিক বিদ্যালয়, এমপিও বহির্ভূত কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়, সরকারি অর্থায়নে প্রতিষ্ঠিত এনজিও বিদ্যালয়, পাঠদানের অনুমতির সুপারিশপ্রাপ্ত বিদ্যালয় এবং স্থগিত কিন্তু চালুর অনুমতির অপেক্ষাধীন বিদ্যালয়সমূহ সরকারি করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি। স্থায়ী/অস্থায়ী নিবন্ধনপ্রাপ্ত, পাঠদানের অনুমতিপ্রাপ্ত, কমিউনিটি এবং সরকারি অর্থায়নে এনজিও পরিচালিত দুই হাজার ২৫২টি বিদ্যালয়ের নয় হাজার ২৫ জন শিক্ষককে ১ জুলাই থেকে এবং পাঠদানের অনুমতির সুপারিশপ্রাপ্ত এবং পাঠদানের অনুমতির অপেক্ষায় থাকা ৯৬০টি বিদ্যালয়ের তিন হাজার ৭৯৬ জন শিক্ষককে তৃতীয় ধাপে আগামী বছর ১ জুলাই জাতীয়করণের আওতায় আনা হবে।

প্রাথমিক শিক্ষাকে শিক্ষার ভিত্তি আখ্যায়িত করে তিনি বলেন, এটা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, বঙ্গবন্ধু হত্যার পর গত ৪১ বছরেও দেশে কোন প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ করা হয়নি। আমাদের সরকার সর্বদা শিক্ষকদের সকল সুখ-দুঃখের অংশীদার হতে চায় বলেই অন্যরা নয়, আমরা এটা করতে পারি।

প্রধানমন্ত্রী প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে তার সরকারের গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের উল্লেখ করে বলেন, অতীতে বিভিন্ন সরকার নানা প্রতিশ্রুতি দিলেও মাত্র চার বছরে আমরা যা করেছি ৪০ বছরেও অন্যরা তা করতে পারেনি। তিনি বলেন, স্থানীয় লোকদের অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম বৃদ্ধি ছাড়াও প্রাথমিক পর্যায়ে স্কুল শিশুদের ঝরেপড়া রোধে বৃত্তি ও মধ্যাহ্নভোজের ব্যবস্থা করা হয়েছে। শেখ হাসিনা বলেন, তার সরকার ৫৬ হাজার ৭২০টি স্কুলে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা চালু করেছে এবং ৩৭ হাজার ৬৭২টি স্কুলে অন্তত একজন অতিরিক্ত শিক্ষকের পদ সৃষ্টি করেছে। তিনি এ বছর স্কুল শিক্ষার্থীদের মাঝে ২৭ কোটি পাঠ্যপুস্তক বিতরণের উল্লেখ করে বলেন, এর ফলে শিক্ষাবর্ষের শুরুতে পিতা-মাতার পুস্তক সংগ্রহের বিরাট বোঝা লাঘব হয়েছে। দেশের সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে একটি অভিন্ন পাঠক্রম ও পরীক্ষা পদ্ধতির আওতায় শিক্ষা দেয়া হচ্ছে। পিছিয়ে পড়া অঞ্চল ও ক্ষুদ্র জাতি-গোষ্ঠীর শিশুরা যাতে পড়াশোনার কাজ চালিয়ে যেতে পারে তার জন্যও পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে।

বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি আমিনুল ইসলাম চৌধুরীর সভাপতিত্বে এই মহাসমাবেশে আরো বক্তব্য রাখেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রী আফসারুল আমিন, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মোতাহার হোসেন, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব এস এম নিয়াজউদ্দিন এবং সংগঠনের মহাসচিব মনসুর আলী।

প্রধানমন্ত্রীর এই ঘোষণার ফলে এমপিওভুক্ত ২২ হাজার ৯৮১টি বিদ্যালয়ের ৯১ হাজার ২৪ জন শিক্ষক চলতি বছরের ১ জানুয়ারি থেকেই সরকারের আওতায় চলে আসলেন। এজন্য ২০১২-১৩ অর্থবছরে সরকারের বাড়তি খরচ হবে একশ কোটি টাকা।

দ্বিতীয় ধাপের জাতীয়করণের জন্য ২০১৩-১৪ অর্থবছরে সরকারের বাড়তি ৩৭১ কোটি টাকা এবং তৃতীয় ধাপে ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ৬৫১ কোটি টাকা অতিরিক্ত খরচ হবে বলে কর্মকর্তারা জানিয়েছেন।

দুই দশকের আন্দোলনের ফল :

শিক্ষকরা জানান, বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা চাকরি জাতীয়করণের দাবিতে ১৯৯১ সাল থেকে আন্দোলন শুরু করেন। এ দাবিতে ১৯৯৭ সালে ঢাকার তমদ্দুন উদ্যানে শিক্ষকরা আমরণ অনশন করেন। শিক্ষকদের কর্মসূচির নবম দিনে খালেদা জিয়া শিক্ষকদের দাবির সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করে তাদের অনশন ভাঙান। এরপর ২০০০ সালের ১০ সেপ্টেম্বর তমদ্দুন উদ্যানে শিক্ষকরা শিক্ষক মহাসমাবেশের আয়োজন করেন। পরে শিক্ষকদের আন্দোলন ধারাবাহিকভাবে চলতে থাকে। ২০১১ সালের নভেম্বর মাসে প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী আফছারুল আমীন এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন, বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জাতীয়করণে সরকারের কোনো পরিকল্পনা নেই। এ খবরে শিক্ষকদের মধ্যে অসোন্তোষ ছড়িয়ে পড়ে। একই দাবিতে ওই বছরের ২১ থেকে ২৭ ডিসেম্বর কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে সমাবেশ, অবস্থান ধর্মঘট, অনশনসহ বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করেন বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের হাজার হাজার শিক্ষক। এতেও দাবি আদায় না হওয়ায় গত বছরের ১৫ ও ১৬ জানুয়ারি দেশের সব বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তালা ঝুলিয়ে ধর্মঘট পালন করেন তারা। দাবি আদায়ে ১৭-১৯ জানুয়ারি কর্মবিরতি পালন করেন শিক্ষকরা।

এরপরেও সরকার তাদের অবস্থানে অনড় থাকলে শিক্ষকরা গত বছরের ১৩ থেকে ১৮ মে পর্যন্ত কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে অবস্থান কর্মসূচি, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় অভিমুখে পদযাত্রা, স্মারকলিপি প্রদানসহ বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করেন। এসব কর্মসূচি পালনের সময় পুলিশের গুলিতে দুইজন আহত এক শিক্ষক মারা যান। শিক্ষকদের আন্দোলন অব্যাহত থাকলে ২০১৩ সালের ১৬ মে প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী আফছারুল আমীনের আশ্বাসে কর্মসূচি স্থগিত করেও আরো দুই দিন আন্দোলন কর্মসূচি পালন করেন শিক্ষকরা। ২০১৩ সালের ১৮ মে শিক্ষকরা ৩১ দফার মধ্যে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে শিক্ষক নেতাদের বৈঠকের সময় বেঁধে দেন। এ সময়ের মধ্যে ঘোষণা না এলে একই বছরে ১৬ জুন থেকে দেশের সব বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অনির্দিষ্টকালের জন্য তালা ঝোলানোর হুমকি দেন তারা। এরপর গত বছরের ২৭ মে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে শিক্ষকদের ১৮ সদস্যের এক প্রতিনিধি দল সাক্ষাৎ করেন। প্রধানমন্ত্রী তাদের আশ্বাস দেন শিগগিরই শিক্ষক মহাসমাবেশ থেকে বেসরকারি প্রাথমিকের শিক্ষকদের জাতীয়করণের ঘোষণা দেয়া হবে। শিক্ষকদের প্রায় দুই দশকের আন্দোলন সংগ্রামের পর প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণার মধ্য দিয়ে তাদের দাবির চূড়ান্ত বাস্তবায়ন হলো।